আকাইদ (আকিদাসমূহ)

১। তা'লিমে ইসলাম (মানিকগঞ্জ দরবার শরীফ) এর তাওহীদের মূল এবং যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় তাহলো অনিবার্যভাবে একথা বলা যে- আমি ঈমান এনেছি আল্লাহতে, তাঁর ফিরিশতায়, তাঁর কিতাবে, তাঁর রাসূলে, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায়, অদৃষ্টে, যার ভালমন্দ সবই আল্লাহর তরফ থেকে; এবং হিসাব, মীযান, বেহেশত, দোযখ সবই সত্য।

২। আল্লাহ তা'আলা এক, ইহা সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বরং এদিক দিয়ে যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ- এক অদ্বিতীয়; আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী' তিনি কাউকে জন্ম দেননি, এবং তাঁকে জন্ম দেওয়া হয়নি; আর

তার সমতুল্য কেউ নেই। তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুর মতো নয় এবং তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তু তাঁর মতো নয়। তিনি অনাদি অনন্ত স্বীয় স্বত্তাগত ও ক্রিয়াগত নাম ও গুণাবলীসহ।

তাঁর স্বত্তাগত গুনঃ জীবন, শক্তি, জ্ঞান, কথা, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা।

আর তাঁর ক্রিয়াগত গুনঃ সৃষ্টি করা, আহার্য দান করা, আরম্ভ করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা, এরূপ অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণ।

৩। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত স্বীয় নাম ও গুনসহ। কোনো নতুনত্ব নেই তাঁর নামে আর গুণে। তিনি স্বীয় জ্ঞানে সর্বদা জ্ঞানী, আর জ্ঞান তাঁর স্থায়ীগুণ; এবং তিনি স্বীয় বাণীতে বাঙময়, আর বাণী তাঁর স্থায়ী গুণ; তিনি স্রষ্টা স্বীয় সৃষ্টিতে, আর সৃষ্টি তাঁর স্থায়ী গুণ; তিনি কর্তা স্বীয় কর্মে, আর কর্ম তাঁর স্থায়ী গুণ; আল্লাহ তা'আলাই তাঁর কর্তা এবং তাঁর ক্রিয়া স্থায়ী গুণ, কর্ম হলো সৃষ্ট এবং আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়া অবিনশ্বর; আর তাঁর গুণাবলী চিরন্তন, শাশ্বত

ও অবিনশ্বর। সুতরাং যে বলে এসব সৃষ্ট অথবা নশ্বর, অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশে চুপ থাকে, অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে, তবে সে তো অস্বীকার করে আল্লাহ তা'আলাকেই।

৪। আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী যা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, অন্তরে সুরক্ষিত, রসনায় পঠিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর অবতীর্ণ। আল-কুরআনে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট, তাতে আমাদের লিখন সৃষ্ট, তাতে আমাদের পঠন সৃষ্ট, কিন্তু আল-কুরআনুল কারীম সৃষ্ট নয়-শাশ্বত। অন্যান্য সৃষ্ট জীবের কথা সৃষ্ট ও নশ্বর। আল-কুরআনুল কারীম আল্লাহ তা'আলার বাণী - যা চিরন্তন, কিন্তু তাদের কথা চিরন্তন নয়।

৫। যখন আল্লাহ মূসা (আ.) সঙ্গে কথা বলেছেন তখন স্বীয় বাণী দিয়েই বলেছেন যা তাঁর শাশ্বত গুণ, আর তাঁর যাবতীয় গুণ সৃষ্ট জীবের গুণ থেকে আলাদা। তিনি জানেন তবে আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন তবে আমাদের শক্তির মতো নয়। তিনি

দেখেন তবে আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি শুনেন তবে আমাদের শুনার মত নয়। তিনি কথা বলেন তবে আমাদের কথা বলার মত নয়। কেননা আমরা তো কথা বলি উপকরণ ও বর্ণের সাহায্যে, আর আল্লাহ তা'আলা কথা বলেন উপকরণ ও বর্ণ ছাড়া। বর্ণসমূহ সৃষ্ট আর আল্লাহ তা'য়ালার কথা সৃষ্ট নয়।

৬। আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন তবে তা কোন বস্তু থেকে নয়। সব বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে আদিতেই অবহিত ছিলেন। তিনি নির্ধারণ করেছেন যাবতীয় বস্তু এবং নির্দেশ করেছেন তা। দুনিয়া ও আখেরাতের কোনকিছু সংগঠিত হয় না তাঁর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর নির্ধারণ এবং লওহে মাহফুযে তাঁর লিখন ছাড়া।

৭। আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে বাধ্য করেন না কুফরী করতে, আর না ঈমান আনতে এবং তাদের কাউকে তিনি সৃষ্টি করেননি মু'মিন

হিসাবে আর না কাফির হিসাবে বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি হিসাবে। ঈমান এবং কুফর বান্দার কর্ম। যে কুফরী করে তাকে আল্লাহ তা'আলা কুফরী করা অবস্থায় কাফির হিসাবে জানেন। পরে যখন সে ঈমান আনে তখন ঈমান আনা অবস্থায় তাকে মু'মিন হিসাবে জানেন, এতে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর গুণের কোন পরিবর্তন হয় না।

৮। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বন্ধু, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর নবী, তাঁর মনোনীত ও তাঁর নির্বাচিত এবং তিনি কখনও মূর্তিপূজা করেননি আর না তিনি এক পলকের জন্যও আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করেছেন। ছোট-বড় কোন পাপ তিনি কখনও করেননি।

৯। নবীদের (আ:) পরে শ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবু বক্কর সিদ্দীক (রা:), তারপর হযরত উমর (রা:), হযরত উসমান (রা:) হযরত আলী (রা:)। এরা সবাই ছিলেন ইবাদতকারী, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা অবিচল। আমরা এদের সবাইকেসহ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত সাহাবীদেরকে ভালবাসি।

১০। শিরক ও কুফর ছাড়া যেসব পাপ রয়েছে তা থেকে যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তওবা না করে থাকেন, তাহলে তার ব্যাপার আল্লাহর ইচ্ছার উপর। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে দোযখে শাস্তি দেবেন, অথ বা মাফ করে দিবেন। তবে তাকে চিরকালের জন্য দোযখে শাস্তি দিবেন না।

১১। যখন কোন কাজে রিয়া অনুপ্রবেশ করে তখন তা সে কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করে দেয় এবং অহংকারের ক্ষেত্রেও অনুরূপ।

১২। নবীদের মোজেজা প্রতিষ্ঠিত আর ওলীদের কারামত সত্য।

১৩। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করার পূর্বেই স্রষ্টা ছিলেন এবং রিযিক দানের পূর্বেই রিযিকদাতা ছিলেন।

১৪। তাওহীদ ও ঈমানের দিক দিয়ে সব মু'মিনরা সমান, তবে আমলের নিরিখে মর্যাদায় তারতম্য হয়।

১৫। ইসলাম হলো আত্মসমর্পন ও আল্লাহ তা'আলার আদেশের আনুগত্য। তবে আভিধানিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত: ঈমান কখনও ইসলাম ছাড়া হয়না এবং ইসলামও ঈমান ছাড়া পাওয়া যায় না। উভয়ের তুলনা যেন পিঠ ও পেট।

১৬। আর দ্বীন হলো- ঈমান, ইসলাম ও যাবতীয় শরীয়তের সমন্বিত নাম।

১৭। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত সত্য। এবং গুনাহগার মু'মিন বিশেষ করে তাদের মাঝে যারা কবিরা গুনাহ করার জন্য শাস্তির হকদার হয়েছে, তাদের জন্য আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত সত্য।

১৮। কেয়ামতের দিন মীযানে আমলের ওজন করা সত্য।

১৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাওযে কাউসার সত্য।

২০। একথা বলা আমাদের জন্য বৈধ হয় যে, বলপ্রয়োগ

করে জোরপূর্বক শয়তান বান্দার ঈমান ছিনিয়ে নেয়। বরং আমরা একথা বলতে পারি যে, বান্দা ঈমান পরিত্যাগ করে আর তখন শয়তান তা নিয়ে নেয়।

২১। কবরে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন প্রতিষ্ঠিত সত্য। কবরে বান্দার দেহের মধ্যে আত্মার প্রত্যাবর্তন সত্য। সব কাফির ও গুনাহগার মু'মিনের ওপর কবরের সংকোচন ও এর আযাব সত্য।

২২। আল-কুরআনুল কারীম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং লাওহে মাহফুজে লিপিবদ্ধ। কুরআনুল কারীমের আয়াতসমূহ আল্লাহর কালামের অর্থে, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সমান।

২৩। যখনই কোনো মানুষের মনে তাওহীদের জ্ঞান সম্পন্ন কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয়, তখনই তার উচিত আল্লাহর কাছে যা সত্য তার ওপর তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা, যতক্ষণ না সে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধান পায়, যার কাছে সে সত্য জেনে নিবে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে দেরি করার অবকাশ নেই। যদি চুপ

করে বসে থাকে তাহলে সে কাফির হবে।

২৪। মিরাজের সংবাদ সত্য। যে এটা অস্বীকার করে সে বিদ'আতি ও বিপথগামী।

২৫। আমরা বলবো কোনো অসুখ হলে আল্লাহ তা ভালো করেন। ডাক্তার, ওষুধ, চিকিৎসা এগুলো ওসিলা মাত্র। আল্লাহ ইচ্ছা করলে ওসিলা ছাড়াও ভালো করতে পারেন।

২৬। আল্লাহ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন।